তারিখ ৪।১১।২০০০
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ভোরের কাগজ

53

লাখ লাখ শিক্ষার্থীর বইখাতা ভেসে গেছে বানের পানিতে

ওরা বার্ষিক পরীক্ষা কীভাবে দেবে?

ফখরে আলম, দক্ষিণাঞ্চল প্রতিনিধি : দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর বই খাতা আকস্মিক বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেড় সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন বন্ধ। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পানি চলে গেছে। আবার শুরু করতে হবে লেখাপড়া। রোদে বই-খাতা শুকাতে দিয়েছে শার্শার খলিশাখালী গ্রামের শিশুরা —ভোরের কাগজ

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, সাতক্ষীরা ও কুষ্টিয়ার ২ হাজার গ্রাম সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা বানের পানিতে তলিয়ে যায়। ভয়াবহ বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কমপক্ষে ৮ লাখ ছাত্রছাত্রী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের বই, পুস্তকও পানিতে ভেসে যায়। একই সঙ্গে তলিয়ে যায় হাইস্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, প্রাইমারি স্কুলসহ কমপক্ষে দেড় হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেপ্টেম্বর থেকেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি ডাঙা এলাকার ১ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন বানভাসিদের আশ্রয়কেন্দ্র। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও কোনো ক্লাস হচ্ছে না। চলতি নভেম্বর মাসে সব স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা। জুনিয়র ও প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষা এ মাসে হওয়ার কথা। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ১৮ নভেম্বর স্নাতক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছে। এসব পরীক্ষা কীভাবে কোথায় হবে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তারা তা বলতে পারছেন না।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যশোরে ৫০০, চুয়াডাঙ্গায় ৩০০, ঝিনাইদহে ৩০০, মেহেরপুরে ৫০ ও সাতক্ষীরা জেলায় ৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। এদের বেশিরভাগেরই বই-খাতা পানিতে ভেসে গেছে। যশোরের ঝিকরগাছা থানার কলাগাছি গ্রামে বাড়ি মিনাক্ষির। সে বরুজবাগান গার্লস স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। মিনাক্ষির সঙ্গে কথা হয় ভাতুড়িয়া স্কুলের আশ্রয়কেন্দ্রে। সে জানায়, গরু-ছাগল বাড়িঘরের সঙ্গে তার বই খাতাও ভেসে গেছে। লেখাপড়ার কথা ভেবে সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। মিঠুন বিশ্বাস শার্শার কন্যাদহ প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। তার বাড়িও কন্যাদহ গ্রামে। মিঠুন এখন চাঁচড়া বর্মনপাড়া স্কুলে বাবা-মার সঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সে বলল, পানির জন্য আমরা সঙ্গে করে কিছুই আনতে পারিনি। কোথায় বই পাবো, কীভাবে পরীক্ষা দেবো তা জানি না। সুমন বিশ্বাসের বাড়ি শার্শার শাখারী পোতা গ্রামে। সে বাহাদুরপুর স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। সুমনদের বাড়ি-ঘর বলতে এখন কিছুই নেই। ঘরের কয়েকটি টিন ছিল, তাও ডাকাতরা নিয়ে গেছে। বই হারিয়ে সুমন বিচলিত হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে যশোর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাধন কুমার বিশ্বাস বলেন, শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো পানির নিচে। নভেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা হওয়ার কথা। পরীক্ষা পেছানোর কোনো নির্দেশ এখনো আসেনি।